দৈনিক সংবাদ

7/৮/2003

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষকের অভাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী ডিসিপ্লিন (বিষয়) চালু করা হলেও সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান মারাত্মক হ্রাস পাচ্ছে বলে ছাত্র-শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্সের মতো ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ ডিসিপ্লিন খোলা হয়েছে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো ঃ বর্তমানে ১০টি ডিসিপ্লিনের প্রধান হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ২টি ডিসিপ্লিনের প্রধান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও মাত্র ৩টি ডিসিপ্লিনের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে আছেন ৩ জন প্রফেসর।

অ্যাগ্রোটেকনোলজি, আর্কিটেকচার, বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, ইকোনমিক্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইংলিশ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্স ও ফার্মেসির মতো আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ ডিসিপ্লিনের পড়াশুনা চলছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের নেতৃত্বে। এসকল ডিসিপ্লিনের মধ্যে আবার কোন কোন ডিসিপ্লিনে মাস্টার্স চালু করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শুধুমাত্র প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের সঙ্কট তাই নয়, সামগ্রিকভাবে প্রচণ্ড শিক্ষা সংকট বিরাজ করছে। এর সঙ্গে রয়েছে লাইব্রেরিতে বইয়ের অভাব, গবেষণায় অর্থাভাব, ল্যাবরেটরি, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ইন্টারনেট, ফেসিলিটিজ ইত্যাদি সমস্যাতো রয়েছেই।

যে সকল ডিসিপ্লিনে মারাত্মক শিক্ষক সংকট বিরাজ করছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ইকোনমিক্স। মাত্র ২ জন শিক্ষক। ইংরেজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, আর্কিটেকচার প্রভৃতি ডিসিপ্লিনের অবস্থা খুবই নাজুক। শিক্ষকের অভাবে বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।